



122339 - যবে ব্যক্তিকোন খতীবকে বভিরান্তরি দকি অথবা বদিআতরে দকি আহ্বান করতে শুনসে কী করবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমাদরে স্থানীয় ইমাম মানুষকে কতপিয় বদিআতরে দকি আহ্বান করেন। কিছু দ্বীনদার ভাই দললি-প্রমাণসহ এ ব্যাপারে তাঁকে সাবধান করছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তিনি এ বদিআতগুলোর পক্ষে অটল অবস্থানে রয়েছেন। যদি জানা যায় যে, আজকরে খোতবায় খতীবসাহবে বদিআতরে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবেন যমেন- মলিাদ, শবে বরাত, ইত্যাদি সেক্ষেত্রে আপনারা কি এ পরামর্শ দাবিনে যে, সে ব্যক্তি জুমার খোতবা শুনতে যাবে না। কটে যদি মসজিদে গিয়ে শুনতে পায় যে, খতীবসাহবে বদিআতরে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করছেন তখন সে ব্যক্তির করণীয় কী? সে কী খোতবার মাঝখানে উঠে বাড়ীতে এসে যোহররে নামায আদায় করবে? অন্যথায় সে কী করবে? এ ধরণে খোতবা শুনায় হাজরি থাকলে ব্যক্তি কি গুনাহগার হবে? কারণ কিছু ভাই নসহিত করার পরও খতীবসাহবে তাঁর দৃষ্টিভিঙগরি উপর অটল অবস্থানে রয়েছেন। কটে যদি খোতবার মধ্যে দুর্বল ও বানোয়াট হাদিস উল্লেখ করে তার ক্ষেত্রেও কি একই হুকুম প্রযোজ্য? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতদিন দনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে ব্যক্তির এলাকার মসজিদে কোন বদিআতপন্থী ইমাম ইমামত করেন: তার বদিআত হয়তো কুফরি বদিআত হবে অথবা সাধারণ কোন বদিআত হবে। যদি কুফরি বদিআত হয় তাহলে ঐ ইমামের পছিনে সাধারণ নামায কিংবা জুমার নামায কোনটা পড়া জায়যে হবে না। আর যদি ইসলাম থেকে খারজি করে দিয়ে এমন কোন বদিআত না হয় তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী- তার পছিনে জুমা পড়া ও জামাতে নামায পড়া জায়যে। এ হুকুমটি এত বেশি প্রচার হয়েছে যে, এটা এখন সুন্যাহ অনুসারীদের নদির্শনে পরণিত হয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, যদি কটে এমন ইমামের পছিনে নামায আদায় করে ফলে তাহলে তাকে সে নামায শোধরতে হবে না। এ বিষয়ক নীতি হচ্ছে- “যে ব্যক্তির নজিরে নামায শুদ্ধ; সে ব্যক্তির ইমামতও শুদ্ধ”।

আর যদি সেই বদিআতী ইমামকে বাদ দিয়ে অন্য কোন ইমামের পছিনে নামায পড়ার সুযোগ থাকে তাহলে সেটাই করতে হবে। বিশেষতঃ আলমে শ্রগী ও তালবিল ইলমকে সেটা করতে হবে। তা করা সৎকাজের আদর্শ ও অসৎ কাজের নষিধে তুল্য।

কিন্তু এ ইমামেরে পছিনে নামায বরজেন করতে গিয়ে ঘরে নামায পড়া জামাতযুক্ত নামাযেরে ক্ষতেরে জায়যে নহে। সুতরাং জুমার ক্ষতেরে জায়যে না হওয়া আরও বেশী যুক্তযুক্ত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলনে: যদি মোক্‌তাদা জানে যে, ইমাম বদিআতি, বদিআতেরে দকি আহ্বান করে অথবা এমন ফাসকে (কবরি-গুনাহগার) যার মধ্যে গুনাহর আলামত প্রকাশ্য এবং সেই-ই নরিধারতি ইমাম; নামায পড়লে তার পছিনেই পড়তে হবে যমেন- জুমার ইমাম, ঈদরে ইমাম, আরাফাতে হজ্জেরে নামাযেরে ইমাম ইত্যাদি এক্ষতেরে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলমেরে অভিমিত হচ্ছে- মোক্‌তাদাকি তার পছিনেই নামায আদায় করতে হবে। এটি ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফয়ী, ইমাম আবু হানফি ও অন্যান্য আলমেরে অভিমিত। এ কারণে আলমেগণ আকদির কতিবে লখিনে যে, ইমাম নকেকার হোক কতিবা পাপাচারী হোক তিনি ইমামেরে পছিনে জুমার নামায ও ঈদরে নামায আদায় করেন। অনুরূপভাবে এলাকাতে যদি শুধু একজন ইমাম থাকে তাহলে তার পছিনেই জামাতে নামাযগুলো আদায় করতে হবে। কেননা জামাতে নামায আদায় করা, একাকী নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম; এমনকি ইমাম ফাসকে (কবরি-গুনাহগার) হলও। এটি অধিকাংশ আলমে: আহমাদ ইবনে হাম্বল, শাফয়ী ও অন্যান্যদেরে অভিমিত। বরং ইমাম আহমাদেরে প্রকাশ্য অভিমিত হচ্ছে- জামাতে নামায আদায় করা ফরজে আইন। ইমাম ফাসকে হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি জুমার নামায ও জামাতে নামায পড়ে না সে ইমাম আহমাদ ও আহলে সুন্নাহর অন্যান্য ইমামেরে মতে- বদিআতী; আব্দুস, ইবনে মালকে ও আততারেরে ‘রসিলা’ তে এভাবে এসছে। সঠিকি মতানুযায়ী: সে ব্যক্তি নামায পড়ে নবি; তাকে এ নামাযকে পুনরায় আদায় করতে হবে না। কারণ সাহাবায়েরে কেরোম জুমার নামায, জামাতে নামায ফাসকে ইমামদেরে পছিনেও আদায় করছেন; তাঁরা তাদরে পছিনে আদায়কৃত নামায পুনরায় আদায় করতেন না। যমেন- ইবনে উমর হাজ্জাজেরে পছিনে নামায পড়তেন। ইবনে মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবী ওয়ালদি ইবনে উকবার পছিনে নামায পড়তেন। ওয়ালদি বনি উকবা মদ্যপ ছিল। একবার ফজরেরে নামায চার রাকাত পড়িয়েছে। এরপর বলল: আরো বাড়াব নাকি? তখন ইবনে মাসউদ বললনে: আজ তও আপনি বেশী পড়িয়েছেন! এরপর তাঁরা তার বরিদ্ধে ওসমান (রাঃ) এর নকিট অভিযোগ করেন।

সহি বুখারিতে এসছে- ওসমান (রাঃ) যখন অবরুদ্ধ হলেন এবং জনকৈ লোক এগিয়ে গিয়ে নামাযেরে ইমামত করল তখন এক ব্যক্তি ওসমান (রাঃ) কে প্রশ্ন করল: নঃসন্দহে আপনি সর্বসাধারণেরে ইমাম। আর যে ব্যক্তি এগিয়ে এসে ইমামত করল সে ফতিনার ইমাম। তখন ওসমান (রাঃ) বললনে: ভাতস্পুত্র শুন, নামায হচ্ছে- ব্যক্তির সবচেয়ে উত্তম কাজ। যদি লোকেরো ঠকিভাবে নামায আদায় করে তাদরে সাথে ভাল ব্যবহার কর। আর যদি তারা মন্দ আচরণ করে তাদরে সে মন্দ আচরণকে এড়িয়ে চল। এ ধরণেরে বাণী অনেকে আছে।

ফাসকে বা বদিআতীর নামায সহি। অতএব, মোক্‌তাদা যদি তার পছিনে নামায পড়ে তাহলে তার নামায বাতলি হবে না। তবে, যারা বদিআতরি পছিনে নামায পড়াকে মাকরুহ বলছেন তারা দকি থেকে বলছেন: সং কাজেরে আদশে ও অসং কাজেরে নযিধে ওয়াজবি। যে ব্যক্তি প্রকাশ্য বদিআত করে তাকে ইমাম হিসেবে নরিধারণ না করাটা সং কাজেরে আদশে ও অসং কাজেরে নযিধেরে অন্তর্গত। কেননা সে শাস্তযিগ্য যতক্ষণ না তওবা করে। যদি তাকে এড়িয়ে চলা যায় যাত করে সে তওবা করে সেটো— ভাল। যদি কোন কোন লোক তার পছিনে নামায পড়া ছড়ে দলি, অন্যরো নামায পড়লে সেটো তার উপরে প্রভাব

ফলে যাত করে সে তওবা করে অথবা বরখাস্ত হয় অথবা মানুষ এ জাতীয় গুনাহ থেকে দূরে সরে আসে এবং সে মোক্‌তাদরি জুমা বা জামাত ছুটে না যায় যদি এমন হয় তাহলে এ ধরণের লোকের তার পছিনে নামায বর্জন করাতে কল্যাণ আছে। পক্ষান্তরে মোক্‌তাদরি যদি জুমা ও জামাত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে তার পছিনে নামায বর্জন করাটা বদিআত এবং সাহায্যে কেরোমরে আমলের পরপিন্থী। [আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (২/৩০৭-৩০৮)]। দুই:

ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, যদি কিউে কোন খতীবকে বদিআতের দকি ডাকে (যেমন যে বদিআতগুলোর কথা আপনি প্রশ্নে উল্লেখ করেছেন) অথবা বদিআতের ব্যাপারে উদ্‌বুদ্ধ করে অথবা দুর্বল ও বানোয়াট হাদসিগুলো উদ্ধৃত করতে শুনতে তদুপরি তার জন্য মসজদি ত্যাগ করা, খোতবা না-শুনা জায়যে হবে না। তবে যদি প্রভাবশালী আলমে হন এবং তিনি অন্য কোন খতীবের পছিনে নামায পড়বনে তাছাড়া ইতিপূর্বে ঐ খতীবকে নসহিত করেছেন, সত্যকে তার নকিট সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেনে- তিনি তার পছিনে নামায বর্জন করতে পারেন। যদি তিনি ইতিপূর্বে তাকে নসহিত না করে থাকেন অথবা অন্য কোন মসজদি তার নামায পড়ার সুযোগ না থাকে তাহলে অগ্রগণ্য মত হচ্ছে- খোতবাকালে মসজদি থেকে বেরিয়ে যাওয়া জায়যে হবে না। তবে যদি এমন হয় যে, এ খতীবের পছিনে নামায পড়া জায়যে হবে না এমন পর্যায়ে তাহলে বেরিয়ে যেতে পারেন।

6366 নং প্রশ্নের জবাবে আমরা উল্লেখ করছি জুমার নামাযের খতীব যদি কোন বিভিন্নতার কথা বলে অথবা কোন বদিআত সাব্যস্ত করে অথবা শরিকের দকি আহ্বান করে আমরা সে প্রশ্নের জবাবে খোতবার মাঝখানে প্রতবাদ করাকে বৈধ উল্লেখ করছি। তবে শরত হচ্ছে- মানুষের মাঝে বশিখলা সৃষ্টি হতে পারবে না এবং জুমার নামায নষ্ট করা যাবে না। যে ব্যক্তি প্রতবাদ করতে চায় তিনি খোতবা শেষে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে খতীবের ভুল তুলে ধরবেন। যে ব্যক্তি প্রতবাদ করতে চায় তার উচিত সত্য তুলে ধরা ও সে খতীবের সমালোচনার ক্ষেত্রে কামল হওয়া। যাত করে মন্দরে প্রতবাদ ফলপ্রসূ হয়। স্থায়ী কমিটির আলমেগণকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছে-

যে খতীব তার খোতবার মাঝে অথবা গোটো খোতবা জুড়ে শুধু ইসরাইলী বর্ণনা ও দুর্বল হাদসি উল্লেখ করে এর মাধ্যমে মানুষকে চমকে দিতে চান ইসলামে এর হুকুম কী?

তাঁরা জবাবে বলেন: যদি আপনি সুনিশ্চিতভাবে (ইয়াকীনসহ) জানেন যে, খতীব খোতবার মধ্যে যে ইসরাইলী বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো ভিত্তিহীন অথবা হাদসিগুলো দুর্বল তাহলে আপনি তাকে নসহিত করুন যেন অন্য সহহি হাদসিগুলো উল্লেখ করে, আয়াতে কারীমাগুলো নিয়ে আসে। আর যে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানেন না সটোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দকি সম্পৃক্ত করবে না। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “দ্বীন হচ্ছে- নসহিত”। হাদসিটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহহি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে নসহিত হতে হবে উত্তম পন্থায়; কর্কশ ও কঠনি আচরণে মাধ্যমে নয়। আল্লাহ আপনাকে তাওফিক দনি ও আপনাকে কল্যাণের ধারক বানান।



শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান।

ফাতাওয়াল লাজনাহ দায়মি (৮/২২৯-২৩০) সার কথা হচ্ছে- যদি আপনি এমন কোন মসজিদে যতে পারেন যখনে বদিআত নহে, যে মসজিদে খতীব বদিআতের দকি আহ্বান করে না সটো ভাল। যদি না যতে পারেন অথবা আপনাদের নকিটে অন্য কোন মসজিদ না থাকে তাহলে উল্লেখিত কারণে জামাত ও জুমা ত্যাগ করা আপনাদের জন্য জায়যে হবে না। আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে- নসহিত করা ও আল্লাহর দকি আহ্বান করা। দাওয়াতের ভাষা যেন কমেল হয় এবং পদ্ধতি যেন সুন্দর হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা।

আল্লাহই ভাল জানেন।